আঁধারের এসব ঘাতক

১৬ ডিসেম্বর। বিজয় দিবস। আলোঝলমলে রাজধানীসহ উৎসবমুখর সারা দেশ। সন্ধ্যার পর আমার ৮ বছর বয়সী বাচ্চাকে নিয়ে চক্কর দিচ্ছিলাম। বায়তুল মোকাররমের সামনে এসে ওর আচমকা প্রশ্ন, 'আব্বু, জাতীয় মসজিদে আলোকসজ্জা নেই কেন?' ভাবছি কী জবাব দেব। আমি তো সব সময় এ রকমই দেখে আসছি। কিন্তু আজ এখন বায়তুল মোকাররমকে মনে হলো বড় বেশি অন্ধকার, শ্রীহীন, অসহায় এবং আমারই মতো নির্বাক। তাকে কী বলব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনটা রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধীদের উর্বর আস্তানা? এ দেশের শায়খ, মুফতি, খতিব নামের তথাকথিত ইসলামী (?) চিন্তাবিদরা আমাদের সর্বোচ্চ জাতীয় অর্জন ও মহিমান্বিত অনুভূতিগুলোর সঙ্গে এখনো একাত্ম হতে পারেনি? ইসলামে আলোকসজ্জা নিষিদ্ধ? কিন্তু আমরা তো জাতীয়ভাবে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানগুলোও পালন করি। তখন তো প্রায় সব মসজিদেই আলোকসজ্জা হয়। তাই 'নিষিদ্ধ' প্রশ্নও অবান্তর। তাহলে আমাদের মধ্যে আলো-আঁধারের মোটাদাগের এই বিভেদরেখা টানছে কারা? ধর্মের নামে, ব্যাখ্যায়, ব্যবসায় কারা আমাদের অরণ্যের বীভৎস আদিমতায় নিয়ে যেতে চায়? নতুন প্রজন্মকে এসব দুর্বৃত্ত নরপিশাচ খুনি অপশক্তিকে চিনিয়ে দেয়া দরকার। নতুবা আমরা যে কেউ-ই হতে পারি আরো কোনো বাংলা ভাই, শায়খ রহমান কিংবা কোনো নির্বোধ জঙ্গির হতভাগ্য পিতা। আমরা লাখো শহীদের স্বপ্নগ্রথিত এ দেশকে ঘাতক জানোয়ারমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত আলোকোজ্জ্বল দেখতে চাই। প্রজন্মের ঘৃণা ও প্রশ্নবাণ থেকে মুক্তি চাই।

বেলাল বাঙ্গালী
নিউজ নেট
শান্তিনগর, ঢাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি : শাহাদত চৌধুরী

১. একজন 'অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক' হারিয়ে ফেললাম। এই স্বল্পসংখ্যক দেশপ্রেমের তারকারাজি থেকেই ২৯ নভেম্বর ২০০৫ ঝরে গেলেন 'তিনি'। হ্যাঁ, অধুনালুপ্ত বিচিত্রা, আনন্দবিচিত্রা এবং আজকের সাপ্তাহিক ২০০০ সম্পাদক শাহদত চৌধুরীর কথাই বলছি। মহাপ্রয়াণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে গেলো 'বাংলাদেশের'। বাংলাদেশ হারিয়ে ফেললো তার একজন অকৃত্রিম প্রেমিককে। যিনি আমৃত্যু কলমযুদ্ধ করেছেন স্বাধীনতার জন্য, সার্বভৌমত্বের জন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য। একাত্তর রণাঙ্গনের এই বীর সৈনিকের মহাপ্রয়াণ দেশপ্রেমিক জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবর। আর সাহিত্যের নবীন-প্রবীণ সবাই বলতে গেলে সবচেয়ে স্বজন ও প্রিয়জনকেই হারিয়ে ফেললো। তাঁর মহাপ্রয়াণে শোক, সমবেদনা এবং শ্রদ্ধা সব দেশপ্রেমিক নাগরিকের পক্ষ থেকে।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম

২. যে জিনিসগুলো খুব পছন্দ করতাম, যে স্বপ্নে বিভোগ হতে চাইতাম বারবার, যে স্বাধীন দেশের অনুভব আমার সত্তায় আজন্ম লালিত- তার সবকিছুতেই ছোঁয়া ছিল এক নিপুণ কারিগরের। আজ তিনি নেই। একজন খুব সাধারণ মানুষ হিসেবে একজন অসাধারণ মানুষের জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। এ যেন শুধুই বলা- বড় ভালো লোক ছিল।

অবাক, bdmale7@yahoo.com

ফুটপাত তুমি কার!

আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত পাঠক। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে গেলে মনে হয় 'ফুটপাত তুমি কার!' ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, এলিফেন্ট রোড, লালমাটিয়া, গ্রিন রোড, পান্থপথের ফুটপাতের ওপর দোকানের জিনিস এবং গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধানমন্ডিতে বিভিন্ন স্কুলের সামনে ফুটপাতে টিনশেড দিয়ে ছাউনি এবং নিচে লম্বা লম্বা চেয়ার তৈরি করেছে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতেই কি এসব হচ্ছে? পথচারীরা ফুটপাত ব্যবহার করলে যানযট কম হবে। তারচেয়েও বড় কথা, ফুটপাত দিয়ে না চললে সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ বেড়ে যাবে। এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, ফুটপাত যেন মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফুটপাত হোক পথচারীর।

আমরা দুজন
ধানমন্ডি, ঢাকা

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কী বলে ?

৬,১৭,৬৫,৭৬০ : সারা বিশ্বে ওয়েবসাইটের সংখ্যা ।

৯৬,০১২ : ভার্সিটি এডমিশন ডট কমের গড় মাসিক ভিজিটর।

৫০,৮৪৬ : ভিজিটরের ভিত্তিতে বিশ্বে ভার্সিটি এডমিশন ডট কমের অবস্থান।

৫ : ভিজিটরের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ভার্সিটি এডমিশন ডট কমের অবস্থান।

১ : বাংলাদেশের শিক্ষা-বিষয়ক ওয়েব পোর্টালের মধ্যে অবস্থান।

২৪.১২.২০০৩ : ভার্সিটি এডমিশন ডট কমের যাত্রা শুরু। সাফল্যের সঙ্গে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমাদের সকল ভিজিটর, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাই শুভেচ্ছা।

তথ্যসূত্র: alexa.com, google.com, whois.sc, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৫

www.VarsityAdmission.COM

নতুন ধারা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ তার ভয়াবহতম কাল অতিক্রম করছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবার যে গতিপ্রকৃতিটি ধরা পড়ছে তা হলো, রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মানুষকে রাস্তায় বের করে আনার অনেক সাধ্য-সাধনা করা সত্ত্বেও মানুষ রাস্তায় নামছে না। আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও উত্তাল হয়ে উঠছে না। এরশাদের পতনে মূল ভূমিকা রেখেছিল ছাত্র সংগঠনগুলো। ১৯৯৬-এ বিএনপি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে। এবার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ নির্বাচনে যেতেই মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি আমাদের রাজনীতিতে একটি শুভ লক্ষণ, যা হলো ১৯৯০-২০০৫-এর অর্জন। বড় রাজনৈতিক দল দুটি রাজনীতিতে সৃষ্ট এই নতুন ধারাটি বিবেচনায় আনছে কি না জানি না। তবে এ ধারাটি বহমান থাকলে বাংলাদেশের রাজনীতির সব আবর্জনাই তিরোহিত হবে।

আনিস উল হক
আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী

ঘটনাটি অন্যরকম

লন্ডনে ঘটে গেল এক মিরাকল। লন্ডনের আয়ারশায়ার লার্গসের অধিবাসী অ্যানড্রু স্টিম্পসন অলৌকিকভাবে এইডস ভাইরাস থেকে মুক্তি পেলেন। তিনি ২০০২ সালে এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ১৭ মাস পর ২০০৩ সালে তার রক্তে আর এইডস ভাইরাসের জীবাণু পাওয়া যায়নি। এইডস থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া সত্যি একটি বিরল ঘটনা। ব্যাপারটি নিয়ে স্টিম্পসন বলেন, তিনি নাকি কোনো ওষুধ গ্রহণ করেননি। সব সময় প্রার্থনা করতেন, তিনি যেন ভালো হয়ে যান এবং তিনি মনে করেন, তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক, সে কারণে এইডস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। তার প্রার্থনা হয়তো সৃষ্টিকর্তা শুনেছেন। কিন্তু নিচওয়ালারা এটা নিয়ে দারুণ সংশয়ে পড়েছেন এবং আমি নিজেও। কারণ আমাদের জানা মতে, এইডসের ভাইরাস শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু স্টিম্পসনের দেহে প্রথমে এ সব লক্ষণগুলো দেখা দিলেও পরবর্তীতে আর এ সব ছিল না এবং এক সময় সে আবার রক্ত পরীক্ষা করলে তার রক্তে আর এইডস ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সত্যিই বিষয়টি বিস্ময়কর! যেখানে এতোগুলো বছর কেটে যাওয়ার পরও এইডসের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, সেখানে বিনা ওষুধে ভালো হয়ে যাওয়ার ঘটনা সত্যিই ভাবিয়ে তোলার মতো। পৃথিবীতে এখনো ৩৯ মিলিয়নের বেশি লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত। প্রত্যেকের ভাগ্য স্টিম্পসনের মতো সুপ্রসন্ন নাও হতে পারে। কিন্তু স্টিম্পসনের এই অলৌকিকভাবে সেরে- ওঠা হয়তো এইডসের নতুন দ্বার খুলে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা হয়তো এর থেকেও নতুন কোনো পথ খুঁজে পেতে পারেন, আমরা আশাবাদী।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আবেদন

বর্তমান সময়ে সরকারের গৃহীত ভেজালবিরোধী অভিযান দেশের সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ তৎপরতায় বেরিয়ে এসেছে এতোদিন আমরা কি খাচ্ছিলাম। ভেজাল প্রতিরোধকারী টিম মডার্ন হারবাল নামক একটি প্রতারক কোম্পানির অফিস ও ফ্যাক্টরিতে পরপর তিনবার অভিযান চালিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা জরিমানা করেছে এবং এর মালিক কথিত ডা. আলমগীর মতির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেছে। ভেজাল বিরোধী টিম উল্লিখিত মডার্নের অফিস ও ফ্যাক্টরিতে অননুমোদিত ও ভেজাল ওষুধ, স'মিল থেকে কাঠের গুঁড়ো সংগ্রহ করে তা দিয়ে ক্যাপসুল, ট্যাবলেট তৈরি, পচা কিশমিশ ও অন্যান্য নোংরা সামগ্রী দিয়ে ওষুধ তৈরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ফ্যাক্টরিতে পেয়েছে অশিক্ষিত ভুয়া কেমিস্ট। দুঃখের বিষয় হলো, ওষুধের নামে যারা জনস্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাদের জরিমানা এবং মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলেও সেই ভেজাল ফ্যাক্টরি সিল, উৎপাদন লাইসেন্স এবং ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হয়নি। এতে দেশবাসী সত্যিই হতবাক হয়েছে। এ অপরাধ কোনোক্রমেই মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধের চেয়ে কম নয়। আমরা আরো আশ্চর্য হয়েছি, মডার্নের পলাতক মালিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তার কোম্পানিকে বাংলাদেশ-চায়না জয়েন্ট ভেনচার কোম্পানি হিসেবে প্রচারণা চালিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের অনুরোধ, মডার্নের মত জীবননাশকারী জালিয়াত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে কেউ দেশের লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতারণা করতে সাহস না পায়।

নূরুন নাহার চৌধুরী সুইটি, হাসনাবাদ, নরসিংদী

গ্রামীণ ফোনও!

আমরা সবাই এখন খুব বেশি মোবাইল ফোন নির্ভর। টিএন্ডটিতে ফোন করার চেয়ে মোবাইল ব্যবহার করা হয় বেশি। বর্তমান সময়ে মোবাইল কোম্পানিগুলোর সব আকর্ষণীয় প্যাকেজ ছাড়ছে। বেশ কিছুদিন ধরে আমি গ্রামীণ ফোন ব্যবহার করছি। ইদানীং লক্ষ্য করছি রাত ১২টার পর গ্রামীণে লাইন পাওয়া নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, ইনকামিং-আউটগোয়িং দু'ক্ষেত্রেই। মোবাইল ফোনের জনপ্রিয়তায় গ্রামীণের অবদান অনেক। কিন্তু, গ্রাহক যদি প্রয়োজন মতো ফোন না করতে পারে সে ক্ষেত্রে মোবাইল রেখে লাভ কী? কর্তৃপক্ষের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।

রুবেল, ধানমন্ডি

স্ন্যাপ শট : জীবনের খন্ডচিত্র

রাস্তায় হাটছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য– ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড কিংবা মালা হাতে এক পথশিশুর ছুটে চলা। দৃশ্য যেমনি হোক– ক্যামেরা ফোন কিংবা ডিজিটালক্যামে ছবিটি তুলে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। আপনার পাঠানো ছবি এবং তথ্য নিয়ে সাজানো হবে স্ন্যাপ শট বিভাগ। এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। আপনার ছবি সাক্ষী হতে পারে কোন ঘটনার। লন্ডনের বোমা হামলার পর ঠিক তাই হয়েছিল। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রচারিত হয়েছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে। ছবি যেকোন ফরম্যাটের হতে পারে। পাঠাতে পারেন ইমেইলে, ডাকে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। পাঠানো ছবি এবং তথ্যের নিউজ ভ্যালু থাকতে হবে। ঘটনা হবে সমসাময়িক।

ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায়
স্ন্যাপ শট
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot_s2000@yahoo.com